গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,যুব ভবন
১০৮,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd.

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৮.১৬.০৪৯.১২-৪৬২ তারিখঃ- ০৯/১১/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ- সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইনে ঋণের মাসিক প্রতিবেদন প্রক্রিয়াকরণ, আত্মকর্মের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং অনলাইনে যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ প্রসংঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রত্যেক উপজেলার উভয় ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেজকে ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার ডেনারেটেড ঋণের মাসিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য "ঋণ কার্যক্রমের অনলাইন রিপোর্টিং ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার" ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও আত্মকর্মের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরী এবং স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে "আত্মকর্ম ব্যবস্থাপনার সফট্ওয়্যার" এবং "যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সফট্ওয়্যার" প্রস্তুত করা হয়েছে। নিম্নে সফট্ওয়্যার ০৩ টির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

কার্যালয়ের কম্পিউটার ব্যবহার ঃ

(১) প্রত্যেক উপজেলায় ডাটাবেজ এবং কার্যক্রমের মাসভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট তৈরীর জন্য প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়্যার লোড এবং ভবিষ্যতে যে সকল সফট্ওয়্যার তৈরী হবে সেগুলো লোড ও নিরাপত্তার স্বার্থে কার্যালয়ে একাধিক কম্পিউটার থাকলে এ কাজে ব্যবহারের জন্য একটি কম্পিউটারকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করতে হবে। নির্ধারিত কম্পিউটারের "ডি" ড্রাইভে (যেখানে প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়্যার এবং সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ ছাড়া অন্য কোন ফাইল বা ডাটা থাকবে না) সফট্ওয়্যার লোড এবং ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হবে।

(২) যে কম্পিউটারে এ সফট্ওয়্যার লোড করা হবে সে কম্পিউটারে কোনভাবেই নতুন কোন প্রোগ্রাম লোড করা যাবে না বা ফরমেট দেয়া যাবে না এমনকি পেনড্রাইভ এবং সিডি ব্যবহার করা যাবে না। **যদি এ ধরণের কাজের ফলে লোডকৃত সফট্ওয়্যার হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।**

১। ঋণ কার্যক্রমের অনলাইন রিপোর্টিং ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার ঃ এটি একটি অফলাইন সফটওয়্যার। প্রত্যেক উপজেলায় সফট্ওয়্যার ইনস্টলেশন এবং হাল নাগাদ ডাটা এন্ট্রি এবং রিপোর্ট প্রস্তুতির জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান মৌলিকভাবে প্রতিটি উপজেলায় যে কাজ করবে তা হলো-

(ক) ডাটা এন্ট্রি করার জন্য প্রস্তুতকৃত অফলাইন সফট্ওয়্যার নির্ধারিত কম্পিউটারে ইনস্টল করবে ;

(খ) নেটওয়ার্কিং প্রকল্পের মাধ্যমে এন্ট্রিকৃত ডাটা কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে স্থানান্তর করে উপজেলার জন্য ডাটাবেজ তৈরী করবে ;

(গ) স্থানান্তরিত ডাটা সংশোধন (প্রয়োজন বোধে) করবে ;

(ঘ) নতুন ডাটা এন্ট্রি করে ডাটাবেজকে হালনাগাদ করবে ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার কোন এক মাসের প্রতিবেদনকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে (যে মাসে কাজ করবে তার ন্যুনতম ৬ মাস পূর্বের) ঐ উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের কম্পিউটার জেনারেটেড স্বয়ংক্রিয় মাসিক প্রতিবেদন (অনলাইন রিপোর্টিং) কার্যক্রম প্রস্তুত করার জন্য ওপেনিং ব্যালেন্স প্রস্তুত ও এন্ট্রি করবে। এ ব্যালেন্স প্রদানকালে ম্যানুয়েল রিপোর্টের সাথে কোথাও কোথাও সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে (যদি রিপোর্ট ভুল থাকে) এ সকল ক্ষেত্রে ম্যানুয়েল রিপোর্টেও সংশোধিত স্থানে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে স্বাক্ষর করে সংরক্ষণ রাখতে হবে।

(চ) ওপেনিং ব্যালেন্স যে মাসে এন্ট্রি দেয়া হবে তার পরবর্তী মাস হতে দৈনন্দিন লেন-দেন এন্ট্রি দিলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঋণের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট মাসের ঋণ বিতরণ (যদি থাকে) এবং ঋণের আদায় সংশ্লিষ্ট ফরমে দৈনন্দিন ভিত্তিতে এন্ট্রি করে সেভ করতে হবে।

(ছ) অনলাইনে প্রতিবেদন প্রস্তুতির পর সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারের মডেম বা ব্রড ব্যান্ড কানেকশনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ অবস্থায় অধিদপ্তরের মূল সার্ভারে তথ্য স্থানান্তর করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট উপজেলার ঋণের মূল প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ব্যাংক স্থিতিপত্রসহ সকল প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে। একই সাথে জেলায় এবং কেন্দ্রীয় সমন্বিত প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে।

(জ) **তথ্য এন্ট্রি, স্থানান্তর ও সংরক্ষণ ঃ**

i. প্রতিদিনের তথ্য (আদায়/বিতরণ) প্রতিদিনই বাধ্যতামূলকভাবে এন্ট্রি ও কেন্দ্রীয় সার্ভারে স্থানান্তর করতে হবে।

ii. ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার ১ম পাতার নিচ দিকে তথ্য স্থানান্তর অপশনের পাশে ডাটা ব্যাকআপ অপশন রয়েছে। দৈনন্দিন কাজ শেষে এই অপশন ক্লিক করে ব্যাকআপে একবার ক্লিক করলে যাবতীয় তথ্য ডি ড্রাইভে সংরক্ষিত হবে। এ পদ্ধতি প্রতিবার এন্ট্রি শেষে ব্যবহার করতে হবে। এর ব্যত্যয়ে তথ্য হারিয়ে /নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

iii. গ. **এছাড়াও প্রতিদিন কাজ শেষে পেনড্রাইভ/সিডিতেও ব্যাকআপ সংরক্ষণ রাখতে হবে। এ কাজে ব্যবহৃত পেনড্রাইভ/সিডি অন্য কোন মেশিনে বা কাজে ব্যবহার করা যাবে না।**

চলমান পাতা-০২

(ঝ) জেলার একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটারে বর্ণিত অফলাইন সফট্ওয়্যারটি লোড করে নিতে হবে (ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়)। এর মাধ্যমে জেলাধীন সকল উপজেলার ৫১ কলামের সমন্বিত প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যাবে।

২। আত্মকর্ম ব্যবস্থাপনার সফট্ওয়্যার ঃ

(ক) এটি একটি অনলাইন সফট্ওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। ঋণ কার্যক্রমের সিস্টেম জেনারেটেড রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এ সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবে।

(খ) এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে অফলাইনে এন্ট্রিকৃত তথ্য ইন্টারনেট কানেক্টেড অবস্থায় অধিদপ্তরের মূল সার্ভারে স্থানান্তর (ঋণ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়্যারের ন্যায়) করা যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আত্মকর্মসংস্থান সৃজন সংক্রান্ত উপজেলা,জেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়। এর মাধ্যমে অনলাইনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আত্মকর্মীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

(গ) এ সফট্ওয়্যারে আত্মকর্মী ঘোষনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য এন্ট্রি, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩। যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সফট্ওয়্যার ঃ

(ক) উপরোক্ত সফট্ওয়্যারের (আত্মকর্ম) সাথে অনলাইনে ঋণের প্রাথমিক আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্মিত সফট্ওয়্যারটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

(খ) এটি একটি অনলাইন সফট্ওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। অনলাইনে যারা আবেদন করবেন তাদের আবেদন প্রাথমিকভাবে অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সার্ভারে গৃহীত হবে। এ সার্ভার হতে স্ব-স্ব উপজেলার সার্ভারে তথ্য নেয়ার জন্য দৈনিক প্রতিটি উপজেলাকে ১১.০০-১২.০০ টার মধ্যে উপজেলার কম্পিউটারে মডেম বা ব্রড ব্যান্ড কানেকশনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ করে তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদনকারীর তথ্য উপজেলার কম্পিউটারে নিতে হবে (ডাটা ইম্পোর্ট) ;

(খ) প্রাপ্ত ঋণের আবেদনে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনান্তে আবেদনকারীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত (সর্বোচ্চ ১২ দিনের মধ্যে) জানানোর জন্য পুনরায় ইন্টারনেট সংযোগ করে তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সার্ভারে ডাটা স্থানান্তর করতে হবে (ডাটা এক্সপোর্ট);

(গ) দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে কোন যুব তার উপজেলার অনুকূলে আবেদন করলে তিনি আবেদন গ্রহণের একটি বার্তা ও একটি কোড নম্বর পাবেন। পরবর্তীতে প্রাপ্ত কোড নম্বর ব্যবহার করে তার আবেদনের অগ্রগতি (Status) সম্পর্কে জানতে পারবে।

(ঘ) প্রতিটি উপজেলায় কি সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে, কি সংখ্যক আবেদন নিস্পত্তি হয়েছে এবং কি সংখ্যক আবেদন বাতিল হয়েছে তার তথ্য ড্যাশবোর্ড হতে পাওয়া যাবে।

যে সকল উপজেলায় এ পদ্ধতি চালু হবে সে সকল উপজেলায় যুবদের মধ্যে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগের অংশ হিসাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,যুব সংগঠন এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ব্যবহার করে যেহেতু এই আবেদন করবেন, সেহেতু প্রতিটি ইউডিসি'র উদ্যোক্তাদের নিয়ে ১/২ ঘন্টার একটি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

১১/১২/১৫

(ফরিদা ইয়াসমিন)
উপ-পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
ফোন ঃ ৯৫১৫০১৯।

উপ-পরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর.....জেলা।
স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৮.৪৮.০২১.১১- ৪৬৮ তারিখঃ-০৯-১০-১৫খ্রিঃ।
অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১। সহকারী পরিচালক(আইসিটি), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (সকল) .....উপজেলা.....জেলা।
০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। অফিস কপি/গার্ড নথি।

০৯.১২.২০১৬

(ফারিহা নিশাত)
সহকারী পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)